দৈনিক সংবাদ

97

তারিখ 04 JAN 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

আলোচনা ব্যর্থ ঃ বোর্ড কর্মীরা ধর্মঘটে যাচ্ছেন এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা অনিশ্চিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক।। কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সফল না হওয়ায় আজ থেকে দেশের ৮টি শিক্ষা বোর্ডের সাড়ে ৩ হাজার কর্মচারী লাগাতার ধর্মঘটে যাচ্ছেন। ফলে সব শিক্ষা বোর্ডের কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়বে। এর জের হিসেবে চলতি বছরের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা অনিশ্চিত অবস্থায় পড়েছে। ধর্মঘটের ফলে সময়মতো পরীক্ষাগ্রহণ সম্ভব হবে না। গতকাল শনিবার ৮টি বোর্ডের চেয়ারম্যানদের সাথে আন্দোলনরত কর্মচারী নেতাদের বৈঠক হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কনফারেন্স কক্ষে দীর্ঘ ৩ ঘন্টা ধরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা হলেও কোন সমাধানে পৌঁছা সম্ভব হয়নি। চেয়ারম্যানগণ আসন্ন এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার কথা চিন্তা করে ধর্মঘটে না যাওয়ার জন্য কর্মচারী নেতাদের অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু কর্মচারীরা সে অনুরোধ রক্ষা করেননি।

বোর্ডের কর্মচারীরা ৪ দফা দাবি আদায়ের জন্য গত ১লা ডিসেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে আন্দোলন করে আসছেন। তাদের দাবিনামায় আছে- বোর্ডগুলোর দুর্নীতি সম্পর্কে টাস্ক ফোর্সের রিপোর্ট বাতিল, কর্মচারীদের বদলির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, প্রত্যেক বোর্ডের জন্য আলাদা কম্পিউটার সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং বোর্ডগুলোর উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অযাচিত হস্তক্ষেপ বন্ধ করা।

দাবি আদায়ের জন্য কর্মচারীরা প্রথমে ১ ঘন্টা ২ ঘন্টা করে এবং সর্বশেষে ২০ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আধাবেলা ধর্মঘট পালন করে আসছিলেন। কিন্তু সরকার দাবি না মানায় কর্মচারীরা ৪ঠা জানুয়ারি থেকে লাগাতার ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

জানা গেছে, শিক্ষা সচিবের নির্দেশে ৮টি বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ গতকাল কর্মচারী নেতাদের সাথে বৈঠকে বসেছিলেন। গতকাল রাতে আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি আমজাদ হোসেন বকসী এই প্রতিনিধিকে বলেন, আমরা নিয়মতান্ত্রিকভাবে আমাদের দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন করছি। কিন্তু সরকার আমাদের দাবি মানছে না বলে আমরা ধর্মঘট ডাকতে বাধ্য হয়েছি। তিনি বলেন, বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ আমাদের দাবি মেনে নেয়ার কোন আশ্বাস দিতে পারেননি, তারা শুধু ধর্মঘট না করার অনুরোধ করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা এই প্রতিনিধিকে বলেন, কর্মচারীদের আন্দোলনের কারণে প্রকৃতপক্ষে গত ১লা ডিসেম্বর থেকে কোন বোর্ডে কোন কাজ হচ্ছে না। অসংখ্য মানুষ দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন জরুরি কাজে বোর্ডে এসে ফিরে যাচ্ছেন। চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের।

তিনি বলেন, ধর্মঘট হলে আগামী এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা চরম অনিশ্চয়তায় পড়বে। ইতোমধ্যে এসএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বোর্ডে এসে পৌঁছেছে। এগুলো যাচাই-বাছাই করে পরীক্ষার প্রবেশপত্র তৈরির জন্য কম্পিউটারে পাঠাতে হবে। কর্মচারীদের আন্দোলনের জন্য এসব কাজ একদম হচ্ছে না।

তিনি বলেন, যদি আর এক সপ্তাহ কাজ বন্ধ থাকে তবে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা সময়মতো নেয়া সম্ভব হবে না। এজন্য দুর্ভোগ পোহাতে হবে প্রায় ১২ লাখ পরীক্ষার্থীকে।